প্রথম আলো

তারিখ 02 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে হেনস্তা

# বিচার বিভাগীয় তদন্তের আদেশ, এসআই বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

পুলিশের একজন উপপরিদর্শকের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে হেনস্তা করার অভিযোগের ঘটনায় করা মামলার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল সোমবার ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪-এর বিচারক সালেহ উদ্দিন আহমেদ এ আদেশ দেন।

গত রোববার ওই ছাত্রীকে হেনস্তা করার অভিযোগ ওঠার পর রাতেই ওই এসআইকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

গত মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা গোলাম রাব্বী এবং সিটি করপোরেশনের পরিদর্শক বিকাশ চন্দ্র দাসকে নিপীড়নের ঘটনার সুরাহা হওয়ার আগেই পুলিশের আরেকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল।

গতকাল আদালতে ওই ছাত্রী বলেন, রোববার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্লাস শেষে বেলা তিনটায় রিকশায় করে ফেরার পথে মোহাম্মদপুরের শিয়া মসজিদের সামনে আদাবর থানার এসআই রতন কুমার হালদার রিকশা থামিয়ে তাঁকে নামতে বলেন। এ সময় রতনের সঙ্গে দুজন কনস্টেবল ছিলেন। এরপর তাঁকে একটি দোকানে ঢুকতে বলেন ওই এসআই। ঢোকার পর এসআই রতন তাঁর (ছাত্রী) কাছে ২০০ ইয়াবা আছে বলে দাবি করেন। দোকান থেকে সবাইকে বের করে দিয়ে তাঁর ব্যাগে তল্লাশি চালানো হয়। তাঁর জ্যাকেট খুলতে বলা হয় এবং নানা ধরনের কটূক্তি করা হয়। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তাঁকে হয়রানি করা হয়। ওই ছাত্রী বলেন, 'আমি বারবারই বলছিলাম, আপনি আমাকে সার্চ করতে পারেন না। সার্চ করতে হলে আমাকে থানায় নিয়ে চলেন। এভাবে আমাকে শ্লীলতাহানি করে। আমি ন্যায়বিচার চাই।'

ওই ছাত্রীর আইনজীবী হাসানুজ্জামান হেলালী বলেন, বিচারক তদন্ত শেষে আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমকে প্রতিবেদন দিতে বলেছেন।

ওই ছাত্রীর স্বামী স্থানীয় যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। গত বছর নাশকতার মামলায় তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। গত রোববার রাতে এসআই রতন বলেছিলেন, ওই ছাত্রীর স্বামী পুলিশের কাছে ভুল ঠিকানা দিয়েছিলেন। রাস্তায় চিনতে পেরে তাঁকে থামিয়ে তাঁর স্বামীর বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন।

পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার গতকাল বলেন, প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে জানা গেছে, রোববার বেলা তিনটার দিকে শিয়া মসজিদ মোড়ে ওই ছাত্রীকে রিকশা থেকে নামিয়ে প্রায় ১০ মিনিট কথা বলেছেন এসআই রতন। এ সময় তাঁদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হতে দেখেছেন আশপাশের লোকজন। তবে তাঁদের মধ্যে কী কথা হয়েছে, তা কেউ বলতে পারেননি।

উপকমিশনার আরও বলেন, ওই ছাত্রীর বিরুদ্ধে কোনো পরোয়ানা ছিল না। তা ছাড়া তাঁকে তল্লাশির জন্য নারী পুলিশেরও প্রয়োজন ছিল। কোনো পরোয়ানা, নারী পুলিশ ছাড়া কেন এসআই রতন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলেন, এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। অতিরিক্ত উপকমিশনারকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি করা হয়েছে।